খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান

হিযবুত তাহ্‌রীর

প্রথম সংস্কারণ

০৬ রমযান, ১৪৩১ হিজরী

১৬ আগস্ট, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

যোগাযোগঃ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

web: khilafat.org
hizb-ut-tahrir.info

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান

প্রথম সংস্করণ

০৬ রমযান, ১৪৩১ হিজরী
১৬ আগস্ট, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

হিযবুত তাহ্‌রীর

যোগাযোগঃ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

web: www.khilafat.org
www.hizb-ut-tahrir.info

সূচীপত্র

সাধারণ নিয়মাবলী	০৫
শাসন ব্যবস্থা	০৮
খলীফা	১০
মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী)	১৫
মুওয়াউয়িন তানফিয (নির্বাহী সহকারী)	১৭
আমির উল জিহাদ	১৭
সশস্ত্র বাহিনী	১৮
বিচার বিভাগ	২০
প্রাদেশিক গভর্ণর	২৪
প্রশাসনিক ব্যবস্থা	২৬
মাজলিস আল উম্মাহ্	২৭
সামাজিক ব্যবস্থা	২৯
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৩১
শিক্ষা নীতি	৪০
পররাষ্ট্র নীতি	৪২

খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান

সাধারণ নিয়মাবলী

ধারা ১

ইসলামী আকীদাহ্ হবে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, কাঠামো, জবাবদিহিতা কিংবা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোন বিষয়, যা কিনা ইসলামী আকীদাহ্ থেকে উৎসারিত নয়, তা রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না। এছাড়া, ইসলামী আকীদাহ্ রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইন-কানুনেরও উৎস। তাই, সংবিধান ও আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন বিষয়ও রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না, যা কিনা ইসলামী আকীদাহ্ থেকে উদ্ভুত নয়।

ধারা ২

দার-উল-ইসলাম হচ্ছে সেই সীমানা যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়িত হয় এবং যার নিরাপত্তা মুসলিমদের দ্বারা রক্ষিত হয়। আর, দার-উল-কুফর হচ্ছে সেই সীমানা যেখানে কুফর আইন বাস্তবায়ন করা হয় এবং যার নিরাপত্তা কাফেরদের দ্বারা রক্ষিত হয়।

ধারা ৩

খলীফার আহ্কাম শারী'আহ্ গ্রহণ এবং তার গৃহীত এই শারী'আহ্ হুকুম সমূহকে সংবিধান ও আইন-কানুন হিসাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকবে। খলীফা কোন শারী'আহ্ হুকুম গ্রহণ করলে, একমাত্র সেই হুকুমকেই কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে ও জনসম্মুখে প্রত্যেক নাগরিককে উক্ত শারী'আহ্ হুকুম মেনে চলতে হবে।

ধারা ৪

যাকাত ও জিহাদ ব্যতীত ব্যক্তিগত ইবাদত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে খলীফা শারী'আহ্ হুকুম গ্রহণ করবেন না। এছাড়া, আকীদাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট মতামতকেও তিনি নির্ধারণ করবেন না।

ধারা ৫

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক শারী'আহ্ প্রদত্ত দায়দায়িত্ব ও অধিকার ভোগ করবে।

ধারা ৬

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করা হবে। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মাঝে শাসন, বিচার-ফয়সালা কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে কোন প্রকার বৈষম্য করবে না।

ধারা ৭

রাষ্ট্র মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের উপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে শারী'আহ্ আইন-কানুন বাস্তবায়ন করবে:

১. কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল মুসলিমের উপর শারী'আহ্ আইন-কানুন সমূহ প্রযোজ্য হবে।

২. অমুসলিম নাগরিকদের তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসরণ ও উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হবে।

৩. যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম পরিত্যাগ করেছে (মুরতাদ) তাদের উপর মৃত্যুদন্ডের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তবে, তাদের পূর্বপুরুষ যদি মুরতাদ হয়ে থাকে এবং তারা অমুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তবে তারা অমুসলিম হিসাবেই বিবেচিত হবে এবং বাস্তবতা ভেদে তাদের স্থান হবে মুশরিক কিংবা আহ্লে কিতাবের অনুসারী হিসাবে।

৪. খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অমুসলিমরা শারী'আহ্'র বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে তাদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে।

৫. অমুসলিমদের মাঝে তালাকসহ বিবাহসংক্রান্ত সকল বিষয় তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে। তবে, মুসলিম এবং অমুসলিমের মাঝে এ সকল বিষয় শারী'আহ্ আইন-কানুন দ্বারাই নিষ্পত্তি করা হবে।

৬. উপরোক্ত বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল শারী'আহ্ সম্পর্কিত বিষয় এবং বিধিবিধান, যেমন – লেনদেন, দন্ডবিধি ও আদালতে উপস্থাপন যোগ্য দলীল প্রমাণ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা - রাষ্ট্রের মাধ্যমে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার উপর কার্যকর হবে। এর মধ্যে মুওয়াহিদ (ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন রাষ্ট্র থেকে আগত ব্যক্তি), আল মুসতা'মিন (ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি) এবং যারা ইসলামের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে সবাই অর্ন্তভূক্ত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর যেভাবে শরীয়াহ্ বিধিবিধান বাস্তবায়িত হবে, এদের উপরও একইভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে। রাষ্ট্রদূত ও কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি (diplomatic immunity) প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৮

ইসলামের ভাষা হচ্ছে আরবী। একমাত্র আরবী ভাষাই রাষ্ট্রের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

ধারা ৯

ইজতিহাদ হচ্ছে ফরয কিফায়াহ্। যে কোন মুসলিম ইজতিহাদ করার অধিকার রাখে, যদি তার ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকে।

ধারা ১০

ইসলামে যাজকতন্ত্র বলে কোনকিছু নেই। সকল মুসলিমেরই ইসলামের প্রতি দ্বায়দায়িত্ব রয়েছে। তাই, ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমদের মাঝে যাজকতন্ত্রের অনুরূপ যে কোন বিষয়কে প্রতিহত করবে।

ধারা ১১

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ হবে এ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের আহ্বানকে পৌঁছে দেয়া।

ধারা ১২

কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা আস্-সাহাবা (সাহাবীদের ঐকমত্য) এবং ক্বিয়াস হবে আহ্কাম শারী'আহ্'র একমাত্র উৎস।

ধারা ১৩

প্রতিটি ব্যক্তি নিরপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। আদালতের রায় ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কারও উপর অত্যাচার (torture) করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কেউ কারও উপর অত্যাচার করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

ধারা ১৪

প্রতিটি কাজ (action) আহ্কাম শারী'আহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং শারী'আহ্ হুকুম সম্পর্কে অবহিত না হয়ে কোন কার্য সম্পাদন করা যাবে না। সকল বস্তু (things) অনুমোদিত (হালাল) বলে গণ্য করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন বস্তু নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধারা ১৫

শারী'আহ কোন কাজকে হারাম (নিষিদ্ধ) বলে ঘোষণা করলে তা হারাম (নিষিদ্ধ) হিসাবেই বিবেচিত হবে। আর, যদি কোন মাধ্যম (means) হারাম কাজের দিকে ধাবিত করে কিংবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায়, তবে তা নিষিদ্ধ বলে বিবেচনা করা হবে। আর, যদি তা না হয়, তাহলে উক্ত মাধ্যম অনুমোদিত বলে গণ্য করা হবে।

শাসন ব্যবস্থা

ধারা ১৬

রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রীক (unitary); সংঘীয় (federation) নয়।

ধারা ১৭

শাসন ব্যবস্থা হবে কেন্দ্রীয়। প্রশাসন হবে বিকেন্দ্রীক।

ধারা ১৮

রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত চারটি পদ শাসকের পদ হিসাবে বিবেচিত হবে:

১. খলীফা

২. মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী)

৩. ওয়ালী (গভর্ণর)

৪. আ'মিল (মেয়র)

রাষ্ট্রের বাকী সকল পদ হচ্ছে কর্মচারীর পদ, শাসকের পদ নয়।

ধারা ১৯

শাসক কিংবা শাসকের পদে আসীন যে কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম, পুরুষ, স্বাধীন (দাস নয়), প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ), সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও সক্ষম, এবং ন্যায়পরায়ণ, হতে হবে।

ধারা ২০

শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা মুসলিমদের অধিকার এবং এটি উম্মাহ্'র জন্য ফরয কিফায়াহ্। অমুসলিম নাগরিকদের শাসকের অন্যায়-অত্যাচার কিংবা তাদের উপর শারী'আহ্ আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ও অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ২১

মুসলিমদের রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার রয়েছে। এ দলগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে শাসকদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা অথবা উম্মাহ্'র সমর্থনের মাধ্যমে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এ দলগুলো গঠনের শর্ত হচ্ছে দলের মূলভিত্তি হবে ইসলামী আকীদাহ্ এবং তাদের গৃহীত বিধিবিধান আহ্কাম শারী'আহ্'র উপর ভিত্তি করেই রচিত হবে। এ ধরণের দল গঠনের জন্য রাষ্ট্রের অনুমতি বা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না। ইসলাম বহির্ভূত অন্য কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে দল গঠন নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ২২

শাসন ব্যবস্থা চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. সার্বভৌম ক্ষমতা (sovereignty) শারী'আহ্'র, জনগণের নয়।

২. কর্তৃত্ব (authority) জনগণের, অর্থাৎ উম্মাহ্'র।

৩. (যে কোন অবস্থায়) একজন খলীফা নিযুক্ত করা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।

৪. শুধুমাত্র খলীফার আহ্কাম শারী'আহ্ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। সুতরাং, তিনিই সংবিধান ও আইনকে কার্যকর করবেন।

ধারা ২৩

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আটটি প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে,

১. খলীফা

২. মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী)

৩. মুওয়াউয়িন তানফিয (নির্বাহী সহকারী)

৪. আমির উল জিহাদ

৫. বিচার বিভাগ

৬. গভর্ণরবৃন্দ (*উলাহ্*)

৭. প্রশাসনিক বিভাগসমূহ (*মাসালিহুদ দাওলাহ*)

৮. মাজলিস আল উম্মাহ্

খলীফা

ধারা ২৪

খলীফা উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব পালন করবেন এবং শারী'আহ্ বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা ২৫

খিলাফাহ্ হচ্ছে পারস্পরিক একটি চুক্তি। কাউকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য কারও উপর শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

ধারা ২৬

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) ও সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম নারী বা পুরুষের খলীফা নির্বাচন ও তাকে বাই'আত দেবার অধিকার রয়েছে। অমুসলিমদের এ বিষয়ে কোন অধিকার নেই।

ধারা ২৭

বাই'আত প্রদানে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের বাই'আতের মাধ্যমে যখন খিলাফতের নিযুক্তিকরণের চুক্তি (bay'ah of contract) সম্পাদিত হবে, এরপর বাকী লোকদের বাই'আত হবে আনুগত্যের বাই'আত (bay'ah of obedience); চুক্তিমূলক বাই'আত নয়। সুতরাং, কারও মধ্যে বিরুদ্ধাচারণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলে তাকে অবশ্যই এই আনুগত্যের বাই'আত প্রদানে বাধ্য করা হবে।

ধারা ২৮

মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক নিয়োগ ব্যতীত কেউ খলীফা হতে পারবে না। এছাড়া, কেউ খিলাফতের কর্তৃত্ব দাবি করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা বৈধভাবে সম্পন্ন হয়; যা কিনা ইসলামের অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ধারা ২৯

যে রাষ্ট্র খলীফাকে নিযুক্তির বাই'আত প্রদান করবে সে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবেঃ

১. রাষ্ট্রটি স্বাধীন হতে হবে এবং এর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে, কোন কুফর রাষ্ট্রের উপর নয়।

২. রাষ্ট্রের মুসলিমদের নিরাপত্তা (আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক) সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, কুফর শক্তির মাধ্যমে নয়।

পক্ষান্তরে আনুগত্যের বাই'আত যে কোন দেশের নিকট হতে নেয়া যেতে পারে যার জন্য উপরোক্ত শর্তাবলী আবশ্যকীয় নয়।

ধারা ৩০

খলীফা হিসাবে বাই'আত গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ধারা ৩১ এ বর্ণিত মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। তাকে পছন্দনীয় শর্তাবলী পূরণ করতে হবে না। কারণ, খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হবার জন্য শুধুমাত্র মৌলিক শর্তাবলী পূরণ করাই যথেষ্ট।

ধারা ৩১

খলীফা হবার জন্য একজন ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত আবশ্যকীয় শর্তাবলী পূরণ করতে হবে:

১. মুসলিম

২. পুরুষ

৩. স্বাধীন

৪. বালেগ

৫. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী

৬. দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও সক্ষম, এবং

৭. ন্যায়পরায়ণ ।

ধারা ৩২

যদি মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা অপসারণজনিত কারণে খলীফা'র পদ শুন্য হয়, তবে আসন শুন্য হবার দিন থেকে তিনদিনের মধ্যে ঐ পদে নতুন খলীফা নিযুক্ত করতে হবে।

ধারা ৩৩

খলীফা নির্বাচিত হবেন নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায়:

১. মাজলিস আল উম্মাহ্'র মুসলিম সদস্যগণ খলীফা পদ প্রার্থীদের তালিকা সংক্ষেপন করবেন। এই মনোনীত প্রার্থীদের নাম জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। মুসলিমদের এ প্রার্থীদের তালিকা থেকে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানানো হবে।

২. নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। যে ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন, তার নাম জনগণের নিকট প্রকাশ করা হবে।

৩. মুসলিমদের সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীকে খলীফা হিসাবে বাই'আত প্রদান করতে হবে এই শর্তে যে তিনি আল্লাহ্'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ বাস্তবায়ন করবেন।

৪. বাই'আত প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে, বাই'য়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করা হবে যেন তার খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হবার সংবাদ সমগ্র উম্মাহ্'র নিকট পৌঁছে যায়। তার নামের সাথে সাথে একটি বক্তব্য জারি করা হবে যেখানে তিনি আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণ করেছেন যা তাকে রাষ্ট্রপ্রধান হবার উপযোগী করেছে তা উল্লেখিত থাকবে।

ধারা ৩৪

যদিও খলীফা উম্মাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন, কিন্তু আইনানুযায়ী বাই'আত সংঘটিত হবার পর খলীফাকে বরখাস্ত করার কোন অধিকার উম্মাহ্'র থাকবে না।

ধারা ৩৫

খলীফা'ই হচ্ছেন রাষ্ট্র। তাই, তার অধিকারেই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা। খলীফা নিম্নোক্ত নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ ভোগ করবেন:

১. খলীফা আহ্কাম শারী'আহ্ গ্রহণ করবেন। তিনি যখন কোন আইন গ্রহণ ও কার্যকর করবেন, তখন তা বাধ্যতামূলক আইনে পরিণত হবে এবং কেউ তা অমান্য করতে পারবে না।

২. খলীফা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির জন্য দায়িত্বশীল হবেন; তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং যুদ্ধঘোষণা, শান্তিচুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

৩. খলীফার বিদেশী দূত গ্রহণ ও প্রত্যাখানের ক্ষমতা থাকবে এবং সেইসাথে থাকবে মুসলিম রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ কিংবা প্রত্যাহারের ক্ষমতা।

৪. খলীফা তার সহকারীগণ ও ওয়ালীগণকে নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারবেন। তারা সবাই খলীফা ও মাজলিস আল উম্মাহ্'র কাছে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৫. খলীফা কাজী-উল-কুযাত (প্রধান বিচারক), সরকারী বিভাগগুলোর পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ও জেনারেল ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দেবেন কিংবা বরখাস্ত করবেন। এরা সকলেই খলীফার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে; কিন্তু, মাজলিস আল উম্মাহ্'র কাছে তাদের কোনপ্রকার জবাবদিহিতা থাকবে না।

৬. খলীফা আহ্কাম শারী'আহ্'র আলোকে রাষ্ট্রের বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং প্রত্যেক খাতের রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ করবেন।

ধারা ৩৬

আহ্কাম শারী'আহ্ গ্রহণের ক্ষেত্রে খলীফা শারী'আহ বিধিবিধানের কাছে দ্বায়বদ্ধ। খলীফা এমন কোন আইন গ্রহণ করতে পারবেন না, যা যথাযথভাবে শারী'আহ্'র উৎস থেকে গৃহীত হয়নি। এছাড়া, খলীফা তার গ্রহণকৃত শারী'আহ্ বিধিবিধান এবং আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে (ইজতিহাদের) যে পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা দিয়েও আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। সুতরাং, এমন কোন আইন গ্রহণ করা তার জন্য নিষিদ্ধ, যা তার অনুসৃত (ইজতিহাদের) পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক। একইসাথে, এমন কোন আইনকানুন জারি করাও তার জন্য নিষিদ্ধ, যা তার গ্রহণকৃত শারী'আহ্ বিধিবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

ধারা ৩৭

খলীফার নাগরিকদের বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মতামত ও ইজতিহাদ অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। খলীফা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় মুবাহ্ কাজগুলো (অনুমোদিত আহ্কাম) গ্রহণ করতে পারবেন। তবে, জনগণের মঙ্গলের দোহাই দিয়ে তিনি কোন শারী'আহ্ আইন ভঙ্গ করতে পারবেন না। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি সম্পদের সীমাবদ্ধতার দোহাই দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করতে পারবেন না। শোষন বা অপব্যবহার রোধ করার দোহাই দিয়ে তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন না। এছাড়া, রাষ্ট্রের লাভবান হবার কথা চিন্তা করে তিনি কোন নারী বা অমুসলিম গভর্ণর নিয়োগ দিতে পারবেন না। তিনি কোন হালালকে নিষিদ্ধ কিংবা কোন হারামকে আইনসিদ্ধ করতে পারবেন না।

ধারা ৩৮

খলীফার মেয়াদকাল সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা থাকবেন যতক্ষণ এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে যে তিনি আহ্কাম শারী'আহ্ মেনে চলছেন, এগুলোকে বাস্তবায়ন

করছেন এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম। তবে, যদি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বা তার অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে তিনি খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্যতা হারান, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে খলীফার পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।

ধারা ৩৯

তিনটি পরিস্থিতি রয়েছে যা খলীফার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে এবং তখন তাকে খলীফার পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে:

১. যদি মৌলিক শর্তাবলীর কোন একটি পরিবর্তিত হয়, যেমন যদি তিনি ইসলাম থেকে বের হয়ে যান, অপ্রকৃতস্থ হয়ে যান কিংবাফাসিক হয়ে যান ইত্যাদি

এগুলো খলীফা নিযুক্ত হওয়া ও তা বলবৎ রাখার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত।

২. যদি তিনি কোন কারণে খলীফা'র দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন।

৩. কোন ঘটনায় অক্ষম প্রমাণিত হলে, যেখানে খলীফা শারী'আহ অনুযায়ী উম্মাহ্'র বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। যদি খলীফা কোন শক্তির কাছে এমনভাবে নতি স্বীকার করেন যে, জনগণের বিষয়গুলো শারী'আহ অনুযায়ী সমাধানের জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারেন, তবে তিনি যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা পালনে অক্ষম বলে বিবেচিত হবেন। কাজেই তিনি আর খলীফা থাকবেন না। দুটি পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে,

ক. যদি খলীফার কোন সহকারী, রাষ্ট্রের বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে খলীফাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। যদি খলীফার পক্ষে তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ থেকে থাকে তবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সতর্ক করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি নিজেকে তাদের প্রভাববলয় থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে। যদি শুরু থেকে দেখা যায়, তাদের প্রভাব থেকে খলীফার নিজেকে মুক্ত করার কোন সুযোগ নেই তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করা হবে।

খ. যখন খলীফা শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হন, সেটা প্রকৃতার্থে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া কিংবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাই হোক না কেন। এরূপ অবস্থাকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হবে। যদি এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে মুক্ত করার সুযোগ আছে তবে তাকে উদ্ধার করা পর্যন্ত সময় দেয়া হবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই, তবে তাকে বরখাস্ত করা হবে। যদি শুরু থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাকে উদ্ধারের কোন আশা নেই তবে তাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হবে।

ধারা ৪০

শুধুমাত্র মাযালিম আদালত খলীফার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তাকে বরখাস্ত করার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখবে। কেবলমাত্র মাযালিম আদালতই খলীফাকে বরখাস্ত কিংবা সতর্ক করার কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করে।

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী)

ধারা ৪১

খলীফা মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী) নিয়োগ করবেন যিনি শাসনের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হবেন। খলীফা তাকে নিজস্ব মতামত এবং ইজতিহাদ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য তার (খলীফার) সহকারী হিসাবে দায়িত্ব দেবেন।

ধারা ৪২

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ হবার জন্য খলীফা হবার অনুরূপ শর্তাবলী পূরণ করা আবশ্যক। এগুলো হচ্ছে : মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, প্রকৃতস্থ, স্বাধীন (মুক্ত) এবং ন্যায়পরায়ণ। সেই সাথে প্রদত্ত কাজ পালনের যোগ্যতাও তার থাকতে হবে।

ধারা ৪৩

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক; যথা: খলীফার প্রতিনিধিত্ব করা ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করার সাধারণ দায়িত্ব (general responsibility)। সুতরাং, একজন সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে খলীফাকে একটি বক্তব্য প্রদান করতে হবে যেখানে তিনি বলবেন, "আমার পক্ষে আমি আপনাকে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করছি" অথবা অন্য কোন বক্তব্য যেখানে তার প্রতিনিধিত্ব ও শাসন সংক্রান্ত সাধারণ দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার করা হবে। কোন ব্যক্তি যদি এ প্রক্রিয়ায় মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ হিসাবে নিযুক্ত হয়ে না থাকেন তবে তিনি মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ হিসাবে বিবেচিত হবেন না এবং তার অনুরূপ কোন কর্তৃত্বও থাকবে না।

ধারা ৪৪

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর দায়িত্ব হচ্ছে খলীফাকে তার কাজ এবং তার ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত সম্পাদিত বিষয় ও নিয়োগের সম্পর্কে অবহিত করা, কারণ তিনি দায়িত্বের দিক থেকে

খলীফার সমান নন। সুতরাং, তার দায়িত্ব হচ্ছে খলীফার নিকট তার কাজের বিবরণী পেশ করা এবং তার ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করা যতক্ষণ না খলীফা তাকে একাজ করতে নিষেধ করেন।

ধারা ৪৫

খলীফাকে মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর কাজ ও সিদ্ধান্তগুলো নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। খলীফা সঠিক কাজগুলোর অনুমোদন দেবেন এবং ত্রুটিসমূহ সংশোধন করবেন, কারণ উম্মাহ্'র বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খলীফার উপর অর্পিত এবং এটি তার ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কিত।

ধারা ৪৬

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ যখন খলীফা'র জ্ঞাতসারে কোন বিষয় পরিচালনা করবেন, তখন পরবর্তীতে সংশোধন ছাড়াই তিনি ঐ কাজ করতে পারবেন। যদি মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর কোন কাজকে খলীফা সংশোধন বা পুনর্বিবেচনা করেন তখন নিম্নোক্ত শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে:

১. যদি খলীফা কোন কাজে বা খরচে আপত্তি জানান এমন অবস্থায় যখন কাজটির ক্ষেত্রে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়েছে কিংবা খরচটি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে, তখন মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর গৃহীত সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে। কারণ, কাজটি খলীফার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে, মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর প্রয়োগকৃত আইন কিংবা খরচকে সংশোধন বা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই।

২. যদি মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-অন্য কোন কিছু বাস্তবায়ন করে থাকেন যেমন কোন ওয়ালি নিয়োগ বা কোন স্থানে সেনা মোতায়েন, তখন খলীফার উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করা বা রদ করার অধিকার রয়েছে। কারণ, এ সিদ্ধান্তসমূহ ঐ শ্রেণীতে পরে যেক্ষেত্রে খলীফা তার নিজস্ব সিদ্ধান্তকেও পূনর্বিবেচনা বা সংশোধন করতে পারেন।

ধারা ৪৭

মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ এর সাধারণ দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই তাকে কোন বিশেষ বিভাগ বা বিশেষ কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া যাবে না। তিনি প্রশাসনিক বিভাগসমূহের তত্ত্বাবধান করবেন, তবে প্রশাসনিক কর্মকান্ডে সরাসরি যুক্ত হবেন না।

মুওয়াউয়িন তানফিয (নির্বাহী সহকারী)

ধারা ৪৮

খলীফা মুওয়াউয়িন তানফিয (নির্বাহী সহকারী) নিযুক্ত করবেন। তার কাজ হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ করা, শাসন করা নয়। তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিষয়গুলোতে খলীফার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন। এ বিষয়গুলোতে তিনি খলীফার কাছে এবং খলীফার কাছ থেকে বার্তা বহনের দায়িত্ব পালন করবেন। বস্তুতঃ প্রশাসনিক এই কার্যালয় খলীফা ও অন্যদের মাঝে একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।

ধারা ৪৯

মুওয়াউয়িন তানফিয-কে অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে, কারণ তিনি খলীফার একজন সহকারী। এছাড়া, মুওয়াউয়িন তানফিয-কে পুরুষ হতে হবে।

ধারা ৫০

মুওয়াউয়িন তানফিয-এর, মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর অনুরূপ, খলীফার সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকতে হবে। মুওয়াউয়িন তানফিয খলীফার সহকারী, তবে তিনি শুধুমাত্র নির্বাহী কার্যকলাপে সহকারী হিসাবে কাজ করবেন, শাসন বিষয়ক কার্যকলাপে নয়।

আমির উল জিহাদ

ধারা ৫১

আমির উল জিহাদ-এর কার্যালয় চারটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে: পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ এবং শিল্প বিভাগ। আমির উল জিহাদ এ চারটি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এবং পরিচালক হবেন।

ধারা ৫২

পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ সকল পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করবে যা খিলাফত রাষ্ট্র ও অপরাপর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে।

ধারা ৫৩

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে, যেমন:

সেনাবাহিনী, পুলিশ, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধোপকরণ, সরবরাহ, মিশন এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য কার্যকলাপ। এর সাথে আরও অন্তর্ভূক্ত থাকবে সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, সামরিক মিশন এবং সশস্ত্র বাহিনীর ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ যুদ্ধ ও এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহও দেখভাল করবে।

ধারা ৫৪

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। এ বিভাগ সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখবে এবং পুলিশ বাহিনীকে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করবে।

ধারা ৫৫

শিল্প বিভাগ শিল্পকারখানা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। এ শিল্পের মাঝে ভারী শিল্প, যেমন: মোটর, ইঞ্জিন এবং গাড়ীর চেসিস নির্মাণ, ধাতব শিল্প, তড়িৎ শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্স এবং ব্যবহারযোগ্য শিল্প অন্তর্ভুক্ত। যে সকল ব্যক্তি মালিকানাধীন ও গণ মালিকানাধীন কারখানা সামরিক নির্ভর পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত এ বিভাগ তাদের কার্যক্রমও নিয়ন্ত্রণ করবে। বস্তুতঃ সকল শিল্পকারখানা সামরিক নীতিমালার ভিত্তিতেই স্থাপিত হবে।

সশস্ত্র বাহিনী

ধারা ৫৬

জিহাদ সকল মুসলিমের জন্য ফরয। সুতরাং, সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। পনেরো বছর বয়স্ক বা তদোর্ধ প্রতিটি মুসলিম পুরুষের জন্য জিহাদ-এর প্রস্তুতি মূলক সামরিক প্রশিক্ষণ (military service) বাধ্যতামূলক করা হবে। তবে, সেনাবাহিনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ (active duty) ফরয কিফায়াহ্।

ধারা ৫৭

সশস্ত্রবাহিনীর দু'ধরণের সদস্য থাকবে। প্রথমত: রাষ্ট্রের বাজেট থেকে বেতনভূক্ত এবং সক্রিয়ভাবে কার্যরত (on active duty), অর্থাৎ রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মচারীর অনুরূপ। আর, দ্বিতীয়ত: যুদ্ধে সক্ষম সকল মুসলিম নাগরিক (the reserves)।

ধারা ৫৮

সেনাবাহিনী একটি একক বাহিনী। পুলিশ বাহিনী এর একটি শাখা যারা বিশেষ শিক্ষার

অধীনে বিশেষ উপায়ে প্রশিক্ষিত একটি সংগঠন।

ধারা ৫৯

পুলিশ বাহিনী রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা তত্ত্বাবধান এবং আইন প্রয়োগ করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

ধারা ৬০

সশস্ত্রবাহিনীর নিজস্ব পতাকা ও ব্যানার থাকবে। খলীফা যাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক (Chief-of-Staff of the Armed Forces) হিসাবে নিয়োগ দেবেন তার নিকট পতাকা প্রদান করবেন। ব্যানার সমূহ ব্রিগ্রেডিয়ার'রা প্রদান করবেন।

ধারা ৬১

খলীফা সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Commander-in-Chief)। তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক (Chief-of-Staff), প্রতিটি ব্রিগ্রেড'এর জন্য জেনারেল ও ডিভিশনের জন্য কমান্ডার নিয়োগ দেবেন। বাকী পদসমূহে ব্রিগ্রেডিয়ার ও কমান্ডার'রা নিয়োগ দেবেন। কমিশন্ড অফিসারগণ তাদের স্বীয় সামরিক প্রশিক্ষণ অনুযায়ী, জেনারেল চিফ অব স্টাফ দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৬২

সশস্ত্রবাহিনী একটি একক স্বত্তা। নির্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটিতে তার বিভিন্ন ইউনিট অবস্থিত থাকবে। এদের মধ্যে কিছু ঘাঁটি বিভিন্ন উলাইয়াত (প্রদেশসমূহ) এ অবস্থিত থাকবে। কিছু ঘাঁটি কৌশলগত অবস্থানে এবং কিছু আক্রমনকারী শক্তি হিসাবে ভ্রাম্যমান থাকবে। এসব ঘাঁটি বিভিন্ন কাঠামোয় (formations) গঠিত হবে। প্রতিটির একটি বিশেষ নাম্বার ও তার বিপরীতে নাম থাকবে, যেমনঃ প্রথম বাহিনী, দ্বিতীয় বাহিনী ইত্যাদি। কোন কোন বাহিনীর নাম সংশ্লিষ্ট উলাইয়াত বা 'ইমালাত (জেলা) এর নামে হতে পারে।

ধারা ৬৩

সশস্ত্রবাহিনীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চমাত্রায় সামরিক প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতে হবে। এ বাহিনীর বুদ্ধিমত্তার মাত্রা যতোটা সম্ভব উচ্চমাত্রায় উন্নীত করতে হবে। সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হবে যেন তারা প্রত্যেকেই ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

ধারা ৬৪

প্রতিটি ঘাঁটির যথেষ্ট পরিমাণ কমিশন্ড অফিসার থাকা প্রয়োজন যারা সর্বোচ্চ মাত্রার

সামরিক জ্ঞানের অধিকারী এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যুদ্ধ পরিচালনায় অভিজ্ঞ। সামগ্রিকভাবে সশস্ত্রবাহিনীর যত বেশী সম্ভব কমিশন্ড অফিসার থাকা প্রয়োজন।

ধারা ৬৫

সশস্ত্রবাহিনীকে ইসলামী সেনাবাহিনী হিসাবে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য তাকে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ, সরবরাহ এবং যন্ত্রপাতি প্রদান করা হবে।

বিচার বিভাগ

ধারা ৬৬

বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে বিচারকদের কর্তৃক বাধ্যতামূলক রায় প্রদানের ক্ষমতা। এটি মানুষের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদের নিরসন করে, জনগোষ্ঠীর অধিকার বুলুণ্ঠিত হয় এমন কর্মকান্ড প্রতিরোধ করে এবং এবং জনগণ ও শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিবাদ নিরসন করে, তা শাসক বা কর্মচারী যার সাথেই হোক না কেন। এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে খলীফা সহ তার অধীনস্ত সকলে অর্ন্তভূক্ত।

ধারা ৬৭

খলীফা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। এই বিচারককে অবশ্যই একজন মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, প্রকৃতস্থ, মুক্ত, এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তাকে অবশ্যই একজন বিচারকও হতে হবে। তিনি প্রশাসনিক নিয়মের মধ্যে থেকে যে কোন বিচারককে নিয়োগ প্রদান, বরখাস্ত কিংবা তাকে নিয়মানুবর্তী করতে পারবেন। বাকী কর্মচারীগণ বিচার বিভাগের প্রশাসনিক শাখার অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৬৮

রাষ্ট্রে তিন ধরণের বিচারক থাকবেন:

১. কাজী আল খুসুমাত, যিনি জনগণের মাঝে লেনদেন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিষয় মীমাংসা করবেন;

২. কাজী আল হিসবা (মুহতাসিব) যিনি জনগণের অধিকার সংক্রান্ত আইনভঙ্গের বিচার করবেন;

৩. কাজী আল মুহ্কামাত আল মাজালিম, যিনি জনগণ ও শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করবেন।

ধারা ৬৯

প্রত্যেক বিচারককে অবশ্যই মুসলিম, বালেগ, স্বাধীন (মুক্ত), প্রকৃতস্থ, ন্যায়পরায়ণ এবং বিচারক হতে হবে। তাদের অবশ্যই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও বাস্তবাতায় আইন প্রয়োগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মাজালিম আদালতের বিচারকদের উপরোক্ত শর্তপূরণ করা ছাড়াও পুরুষ ও মুজতাহিদ হতে হবে।

ধারা ৭০

কাজী আল খুসুমাত এবং মুহতাসিব-কে সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে বিচারের রায় প্রদানের জন্য সাধারণভাবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে অথবা তাদের নিয়োগদান যে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। মাজালিম আদালতের বিচারকদের নিয়োগদান কোন নির্দিষ্ট মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না; তবে তাদের নিয়োগ সমস্ত রাষ্ট্র জুড়ে বা একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

ধারা ৭১

প্রতিটি আদালতে কেবলমাত্র একজন বিচারকের রায় প্রদান করার ক্ষমতা থাকবে। তার সাথে এক বা একাধিক বিচারকগন তাকে সহায়তা করা কিংবা পরামর্শ দেয়ার জন্য থাকতে পারেন। এ সমস্ত সহকারীদের কোন বিচারিক ক্ষমতা থাকবে না এবং তাদের মতামত অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

ধারা ৭২

আদালতের সেশন ছাড়া একজন বিচারক রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। শপথ ও স্বাক্ষ্যপ্রমাণ কেবলমাত্র যথাযথ আদালতের সেশনের মাধ্যমেই বিবেচনা করা যাবে।

ধারা ৭৩

মামলার প্রকারভেদে বিভিন্ন স্তরের আদালত (levels of courts) থাকতে পারবে। কিছু বিচারককে কোন এক নির্দিষ্ট স্তরের বিশেষ কিছু মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেয়া যাবে এবং অন্য আদালতের বিচারকগণ অন্যান্য মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

ধারা ৭৪

আপিল বা খারিজ এর জন্য কোন আদালত থাকবে না। প্রতিটি রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত

হবে। যখন কোন বিচারক রায় ঘোষণা করবেন, ততক্ষণাৎ এটি বাস্তবায়ন যোগ্য এবং অন্য কোন বিচারকের রায় এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে যদি কোন যদি কোন বিচারক শারী'আহ পরিত্যাগ করে কুফর আইন দিয়ে রায় প্রদান করেন অথবা তার অনুসৃত আইন কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে সাহাবার সাথে সাংঘর্ষিক হয় কিংবা তিনি এমন কোন রায় দেন যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত - এসবক্ষেত্রে বিচারের রায় পরিবর্তন করা যাবে।

ধারা ৭৫

মুহতাসিব বিচারক এমনসব মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করবেন যেগুলো সর্বসাধারণের অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও যেখানে কোন বাদী (আবেদনকারী) নেই, এবং যেগুলো হুদুদ ও ক্রিমিনাল আইন এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ধারা ৭৬

যখন এবং যেখানেই আইন লঙ্ঘিত হবে ততক্ষণাৎ মুহতাসিব-এর তা বিচারের ক্ষমতা রয়েছে। তার রায় ঘোষণার জন্য কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। মুহতাসিব-এর অধীনে কিছু সংখ্যক পুলিশ থাকবে যারা তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন এবং ততক্ষণাৎ বিচারের রায় কার্যকর করবেন।

ধারা ৭৭

মুহতাসিব-এর তার সহকারী নিয়োগদানের ক্ষমতা রয়েছে। এ সহকারীর মুহতাসিব-এর অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে। তিনি তাদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ দিতে পারবেন। এ সকল সহকারীর তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে ও মামলায় মুহতাসিব-এর সমান অধিকার থাকবে।

ধারা ৭৮

মাজালিম আদালতের বিচারক খলীফা, ওয়ালী বা কিংবা যে কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক রাষ্ট্রের অধিবাসী নাগরিক কিংবা অনাগরিক, যে কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন প্রকার অন্যায়ের প্রতিকার বা বিচার করার দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

ধারা ৭৯

মাজালিম আদালতের বিচারকবৃন্দ খলীফা কিংবা প্রধান বিচারক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। খলীফা তাদের জবাবদিহি ও নিয়মানুবর্তী এবং অপসারণ করবেন। খলীফা যদি যথাযথ কর্তৃত্ব দিয়ে থাকেন, তবে মাজালিম আদালত কিংবা প্রধান বিচারক কর্তৃক এ দায়িত্ব সম্পন্ন হতে পারে। অবশ্য যদি কোন মামলায় খলীফা, মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ

কিংবা প্রধান বিচারপতি জড়িত থাকেন তবে ঐ সময় মাজালিম আদালতের বিচারককে বরখাস্ত করা যাবে না।

ধারা ৮০

মাজালিম আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। খলীফা অন্যায় প্রতিকার করার জন্য যত সংখ্যক বিচারক প্রয়োজন, ততজন বিচারককে নিয়োগ দিতে পারবেন। যদিও কোন বিচারিক সেশনে একাধিক বিচারক উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু একজন বিচারকেরই রায় দেবার অধিকার থাকবে। বাকী বিচারকগণ আলোচনা বা পরামর্শ দিতে পারেন মাত্র। তাদের পরামর্শ বিচারকের রায়ের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে না।

ধারা ৮১

মাজালিম আদালতের খলীফাসহ যে কোন শাসক, গভর্ণর অথবা সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৮২

মাজালিম আদালতের সরকারী কর্মচারীদের সাথে সম্পর্কিত যে কোন মামলা কিংবা খলীফার আহ্কাম শারী'আহ্ লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত করার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও এ আদালতের খলীফা কর্তৃক সংবিধান, আইন কিংবা কোন শারী'আহ্ বিধানের ব্যাখ্যা, জনগণের উপর আরোপিত কর, ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৮৩

মাজালিম আদালতের বিচারকের কোন আদালত সেশনের প্রয়োজন নেই। বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার বাধ্যবাধকতা নেই কিংবা মামলার কোন বাদীরও প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিষয় আদালতে উপস্থাপিত না হলেও মাজালিম আদালতের যে কোন অন্যায়-অবিচারের তদন্ত করা ও এ বিষয়ে বিচার করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ৮৪

প্রতিটি বিবাদী এবং বাদীর একজন প্রতিনিধি - পুরুষ বা নারী, মুসলিম কিংবা অমুসলিম - নিয়োগের অধিকার রয়েছে। তার এবং তার প্রতিনিধির মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। বেতনভাতার বিনিময়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে।

ধারা ৮৫

রাষ্ট্রের কোন পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি যেমনঃ খলীফা, শাসক, সরকারী কর্মচারী,

একজন মাজালিম বিচারক বা মুহতাসিব; অথবা, কোন ব্যক্তিগত পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি যেমনঃ কার্যনির্বাহক (executor), রক্ষণাবেক্ষণকারী (custodian) বা অভিভাবক (guardian); তার পক্ষে, বাদী বা বিবাদী উভয়েই, - তার উল্লেখিত ক্ষমতার সীমার মধ্যে - একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। অর্থাৎ, তিনি একজন কার্যনির্বাহক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, অভিভাবক, রাষ্ট্রের প্রধান, শাসক, কর্মচারী, মাজালিম বিচারক কিংবা একজন মুহতাসিব হিসাবে তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন।

প্রাদেশিক গভর্ণর *(উলাহ্)*

ধারা ৮৬

রাষ্ট্রের অর্ন্তভূক্ত অঞ্চলসমূহ কতগুলো এককে (units) বিভক্ত; এগুলো হচ্ছে উলাইয়াত বা প্রদেশ। প্রতিটি উলাইয়াহ্ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত; এগুলো হচ্ছে 'ইমালাত (জেলা)। যিনি উলাইয়াত পরিচালনা করবেন, তাকে ওয়ালী বা আমির এবং যিনি 'ইমালাহ পরিচালনা করবেন তাকে 'আমিল বা হাকীম (সাব-গভর্ণর) বলা হয়।

ধারা ৮৭

খলীফা ওয়ালী এবং 'আমিল নিয়োগ দেবেন। ওয়ালী যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তবে তিনি 'আমিল নিয়োগ দিতে পারবেন। ওয়ালী এবং 'আমিল হবার জন্য খলীফার অনুরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই মুসলিম, পুরুষ, মুক্ত (স্বাধীন), প্রাপ্ত বয়স্ক, প্রকৃতস্থ, দায়িত্ব পালনে যোগ্য ও সক্ষম, এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তাদেরকে তাকওয়া সম্পন্ন ও পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে নিয়োগ করতে হবে।

ধারা ৮৮

খলীফার প্রতিনিধি হিসাবে ওয়ালীগণের তাদের অধীনস্থ প্রদেশের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের মূল্যায়ন, শাসন ও তত্ত্বাবধান করার অধিকার রয়েছে। প্রদেশের ওয়ালীগণের তাদের অধীনস্থ প্রদেশে রাষ্ট্রের মুওয়াউয়িন তাফউয়িদ-এর অনুরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। অর্থ, বিচারবিভাগ এবং সশস্ত্রবাহিনী ছাড়া, প্রদেশের জনগণের উপর তার আদেশ দেবার অধিকার ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর উপর তার নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে, তবে প্রশাসনিক বিষয়ে নয়।

ধারা ৮৯

ওয়ালী তার ক্ষমতার মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করতে বাধ্য নন।

তবে যদি কোন নতুন ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে তা পূর্বেই খলীফাকে অবহিত করতে হবে। এরপর তিনি খলীফার নির্দেশনা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে পারবেন। যদি অপেক্ষার ফলে কোন ক্ষতির আশংকা থাকে তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পর তিনি খলীফাকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তার গৃহীত পদক্ষেপ ও পূর্বে অবহিত না করার কারণ ব্যাখ্যা করবেন।

ধারা ৯০

প্রতিটি প্রদেশে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি উলাই'য়াহ্ প্রতিনিধি পরিষদ থাকবে যার প্রধান হবেন উক্ত প্রদেশের ওয়ালী। এ পরিষদের প্রশাসনিক বিষয়ে মতামত দেয়ার অধিকার থাকবে, কিন্তু শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে নয়। ওয়ালী প্রতিনিধি পরিষদের মতামত অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন না।

ধারা ৯১

কোন একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে ওয়ালী'র শাসন মেয়াদকাল দীর্ঘ হবে না। যখনই তার অবস্থান শক্ত হবে কিংবা জনগণ তাকে প্রশংসা করতে থাকবে, তখনই উক্ত প্রদেশ থেকে তাকে অপসারিত করা হবে।

ধারা ৯২

ওয়ালীর নিয়োগ সাধারণ দায়িত্বের অন্তর্গত ও একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ । ওয়ালী এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করা যাবে না। তাকে প্রথমে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে, এবং তারপর প্রয়োজন বোধে তাকে অন্যত্র পূণঃনিয়োগ দেয়া যাবে।

ধারা ৯৩

খলীফা ইচ্ছা করলে কিংবা মজলিস আল উম্মাহ্ অসন্তোষ প্রকাশ করলে, কোন কারণ বা অভিযোগ ছাড়াই, অথবা যদি উলাই'য়াহ্র অধিকাংশ জনগন তাদের ওয়ালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন ওয়ালীকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া যাবে। যে কোন পরিস্থিতিতেই অব্যহতি বা বরখাস্তের আদেশ খলীফার নিকট থেকে আসতে হবে।

ধারা ৯৪

খলীফাকে ওয়ালীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে, এবং নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে। তাকে ওয়ালীদের তদন্ত ও পর্যবেক্ষনের জন্য লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। খলীফাকে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে ওয়ালীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং ওয়ালীদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ বা মতামত নিয়মিতভাবে শুনতে হবে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ধারা ৯৫

সরকারের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করবে বিভিন্ন প্রশাসন (administration), দপ্তর (directorate) ও বিভাগ (departments) সমূহ।

ধারা ৯৬

কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা এবং কর্মকর্তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসন, দপ্তর ও বিভাগ সমূহের প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

ধারা ৯৭

যে কোন যোগ্য নাগরিক, পুরুষ বা নারী, মুসলিম বা অমুসলিম, যে কোন প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের প্রধান কিংবা কর্মচারী নিযুক্ত হতে পারেন।

ধারা ৯৮

সকল প্রশাসনের একজন মহাব্যবস্থাপক (general manager) থাকবেন। প্রতিটি দপ্তর ও বিভাগের একজন পরিচালক থাকবেন। সকল পরিচালকগণ তাদের প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। এরা আবার প্রত্যেকেই আইন, জননিরাপত্তা বা সাধারণ নিয়মনীতির ক্ষেত্রে খলীফা, ওয়ালী বা 'আমিল এর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

ধারা ৯৯

প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের ব্যবস্থাপক ও পরিচালকগণ প্রশাসনিক নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিষয়ের কারণে বরখাস্ত হতে পারেন। তাদের একস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা বা সাময়িক বরখাস্ত করার অনুমতি রয়েছে। প্রতিটি প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সকল নিয়োগ, বরখাস্ত, স্থানান্তর, সাময়িক বরখাস্ত এবং নিয়মানুবর্তীকরণের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ১০০

পরিচালক ও ব্যবস্থাপকগণ ব্যতীত সকল কর্মচারীদের নিয়োগ, স্থানান্তর, সাময়িক বরখাস্ত, প্রশ্নবিদ্ধকরণ, নিয়মানুবর্তীকরণ অথবা বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে প্রশাসন, দপ্তর বা বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের।

মাজলিস আল উম্মাহ্

ধারা ১০১

মাজলিস আল উম্মাহ্, মুসলিমদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল যার সদস্যরা খলীফা যখন তাদের সাথে পরামর্শ করেন, তখন তারা উম্মাহ্'র মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী খলীফার নিকট প্রকাশ করবেন। অমুসলিমগণও মাজলিস আল উম্মাহ্'র সদস্য হতে পারবেন এবং তাদের উপর সংঘটিত কোন অবিচার কিংবা ইসলামী আইনের কোন অপপ্রয়োগ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

ধারা ১০২

মাজলিস আল উম্মাহ্'র সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

ধারা ১০৩

প্রতিটি নাগরিকের মাজলিস আল উম্মাহ্'র সদস্য হবার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে পরিণত ও প্রকৃতস্থ হতে হবে। এটি মুসলিম-অমুসলিম, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। অবশ্য অমুসলিমদের সদস্যপদ তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অবিচার বা ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ধারা ১০৪

শুরা হচ্ছে যে কোন মতামত প্রকাশের অনুরোধ মাত্র। *মাশুরা* একটি বাধ্যতামূলক মতামতের অনুরোধ। আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়, সংজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় যেমন তথ্যের পরীক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয় *মাশুরা'*র অন্তর্ভুক্ত নয়। বাকী সকল বাস্তব বিষয়সমূহ (practical matters) যেগুলোতে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক নয় *মাশুরা'*র অর্ন্তভূক্ত।

ধারা ১০৫

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিক তাদের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে পারবেন, কিন্তু *শুরা* কেবলমাত্র মুসলিমদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ধারা ১০৬

*মাশুরা'*র অর্ন্তভূক্ত প্রতিটি বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গৃহীত হবে, তা সঠিক বা ভ্রান্ত যাই হোক না কেন । *শুরা'*র সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ যাই হোক না কেন, সঠিক মতামতটি গৃহীত হবে।

ধারা ১০৭

মাজলিস আল উম্মাহ্ পাঁচটি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এগুলো হচ্ছেঃ

১. ক. *মাশুরা'*র অন্তর্গত বাস্তব বিষয়সমূহ যেগুলোতে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক নয়, যেমন শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে খলীফাকে মাজলিস-এর সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং মাজলিস-এর অধিকার রয়েছে সেসব বিষয়ে গৃহীত বাস্তব পদক্ষেপ সম্পর্কে খলীফাকে পরামর্শ দেয়ার। এসব বিষয়ে বিষয়ে মাজলিস-এর মতামত অনুসরণ করতে হবে।

খ. অন্যান্য বিষয় যেগুলোতে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থসংস্থান (financial matters), সশস্ত্রবাহিনী এবং পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে খলীফা চাইলে পরামর্শ ও মতামতের জন্য কাউন্সিলে পাঠাতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মাজলিস-এর মতামত অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়।

২. মাজলিস আল উম্মাহ্ সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপ সম্পর্কে খলীফাকে জবাবদিহি করার অধিকার সংরক্ষণ করে, তা আভ্যন্তরীন বৈদেশিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক ইত্যাদি যে বিষয়ই হোক না কেন। যে সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সে সকল বিষয়ে মাজলিস আল উম্মাহ্'র মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। যে সকল বিষয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত বাধ্যতামূলক নয়, সে সকল বিষয়ে মাজলিস-এর মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের শারী'আহ্ আইনগত বৈধতা নিয়ে খলীফা ও মাজলিস-এর সদস্যদের মধ্যে কোন মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তা অবশ্যই মাজালিম আদালতের কাছে উপস্থাপিত হবে এবং সে ব্যাপারে মাজালিম আদালতের এর রায় অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

৩. মাজলিস আল উম্মাহ্ খলীফার সহকারী, ওয়ালী ও আমীলদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ করে। সেক্ষেত্রে মাজলিস-এর মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক এবং খলীফা তৎক্ষণাৎ তাদের পদচ্যুত করবেন।

৪. খলীফা যখন কোন বিধি, সংবিধান, বা আইন গ্রহণ করতে চান তখন সেসব বিষয়ে মাজলিস-এর সাথে পরামর্শ করতে পারবেন। মাজলিস-এর মুসলিম সদস্যদের সেসব বিষয়ে আলোচনা ও তাদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

৫. মাজলিস-এর মুসলিম সদস্যদের খলীফাপদে প্রার্থী বাছাই করার বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। কোন প্রার্থীই মাজলিস-এর মনোনয়ন ব্যতীত নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। এক্ষেত্রে মাজলিস-এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

সামাজিক ব্যবস্থা

ধারা ১০৮

একজন নারী প্রধানত একজন মা ও গৃহবধু। তিনি একজন মর্যাদার পাত্র এবং তাকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক।

ধারা ১০৯

পুরুষ এবং নারীকে মৌলিকভাবে পৃথক রাখা উচিত। শারী'আহ্ অনুমোদিত প্রয়োজন ব্যতীত তাদের মেলামেশা করার অনুমতি নেই। মেলামেশার ক্ষেত্রে শারী'আহ্ অনুমোদিত কারণ থাকতে হবে, যেমনঃ ক্রয়-বিক্রয় এবং হজ্জ ইত্যাদি।

ধারা ১১০

নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে প্রদত্ত কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ দায়িত্ব ও অধিকার ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। এ ধরণের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে শারী'আহ্ দলিল-প্রমাণ থাকতে হবে। নারীর ব্যবসা-বাণিজ্য, খামার, শিল্প, চুক্তি, ব্যবসায়িক লেনদেন, সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি অর্জন, তার কিংবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ লগ্নীকরণ এবং জীবনের সকল বিষয় পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে।

ধারা ১১১

নারীর খলীফাকে নির্বাচন এবং বাই'আত দেবার অধিকার রয়েছে। তারা মাজলিস আল উম্মাহ্'র সদস্য নির্বাচন করতে এবং সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন; এবং তারা শাসকের পদ ব্যতীত রাষ্ট্রের যেকোন পদে নিযুক্ত হতে পারবেন।

ধারা ১১২

একজন নারীর জন্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুমতি নেই। সুতরাং, একজন নারী খলীফা, মুওয়াউয়িন, ওয়ালী, কিংবা 'আমিল এর পদ গ্রহণ করতে পারবেন না এবং তিনি শাসন কাজ কিংবা অনুরূপ কোন কাজ করতে পারবেন না। একজন নারী প্রধান বিচারপতি, মাজালিম আদালতের বিচারক কিংবা আমির উল জিহাদ এর পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

ধারা ১১৩

জনসমক্ষে ও ব্যক্তিগত জীবনের উভয়ক্ষেত্রেই নারীর কার্যক্রম রয়েছে। জনসমক্ষে নারীরা অন্য নারী, মাহ্‌রিম পুরুষ এবং অন্য পুরুষদের সামনে উপস্থিত হতে পারে; তবে উল্লেখ্য

যে, এক্ষেত্রে তাদের মুখমন্ডল ও হাত ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশই প্রকাশিত হবে না এবং তাদের পোষাক বা আচরণ প্ররোচণাসূলভ হবে না। ব্যক্তিগত জীবনে নারীরা কেবলমাত্র অন্য নারী কিংবা মাহ্‌রিম পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারে এবং গাইর-মাহ্‌রিম পুরুষের সাথে বসবাস করতে পারবে না। নারীরা উভয়ক্ষেত্রেই শারী'আহ্ আইন মেনে চলবে।

ধারা ১১৪

একজন গাইর-মাহ্‌রিম পুরুষ ও একজন নারীর কোন মাহ্‌রিম ব্যতীত নির্জনে (খুলওয়া) থাকা হারাম (নিষিদ্ধ)। নারীদের তাবার্‌রুজ তথা সাজ-সজ্জা এবং পোষাক, যা অন্য পুরুষকে আকর্ষণ করে কিংবা শরীরের অংশ প্রকাশ করে তা গাইর-মাহ্‌রিম পুরুষের সামনে পরিধান করার অনুমতি নেই।

ধারা ১১৫

পুরুষ ও নারীর উভয়েরই এমন কোন কাজ বা পেশা গ্রহণ করার অনুমতি নেই যা সমাজের মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে কিংবা সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

ধারা ১১৬

বিবাহ হচ্ছে প্রশান্তি ও সাহচার্যপূর্ণ জীবন। স্ত্রীর প্রতি একজন স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে তার দেখা-শুনা করা ও যত্ন করা (taking care), তাকে শাসন করা নয়। স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীর অনুগত হওয়া ও স্বামীকে স্ত্রীর জন্য মানসম্পন্ন জীবিকার খরচ বহন করতে হবে।

ধারা ১১৭

স্বামী ও স্ত্রীর সাংসারিক কাজ সম্পন্নের ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ আবশ্যক। স্বামী সাধারণতঃ গৃহের বাইরের সকল কাজ করবেন এবং স্ত্রী সাধারণতঃ তার সাধ্যমত গৃহাভ্যন্তরে সম্পাদিত কাজগুলোর দায়িত্ব নেবেন। স্ত্রীর জন্য দুরূহ কাজে তাকে সাহায্যের জন্য স্বামীকে প্রয়োজন অনুসারে একজন গৃহপরিচারিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা ১১৮

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ (custody), মুসলিম বা অমুসলিম নির্বিশেষে, একজন মায়ের অধিকার ও দায়িত্ব এবং এটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুটির তার মাকে প্রয়োজন। যখন শিশুর (ছেলে বা মেয়ে) যত্নের প্রয়োজন হবে না, তখন তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী মা অথবা বাবার সাথে বসবাস করতে পারবে। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন মা-বাবা উভয়েই মুসলিম এবং যদি মা-বাবার একজন মুসলিম ও অপরজন অমুসলিম হয়, তবে শিশুটিকে মুসলিম অভিভাবকের সাথে বসবাস করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অন্য কোন সুযোগ নেই।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ধারা ১১৯

অর্থনৈতিক নীতিমালা হচ্ছে মানুষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সমাজ গঠন সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করা। সুতরাং, সমাজ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করেই মানুষের চাহিদা পূরণ করতে হবে।

ধারা ১২০

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে সকল নাগরিকের নিকট সম্পদ ও সেবার বন্টন; যাতে করে তারা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং এর জন্য কাজ করতে পারে।

ধারা ১২১

রাষ্ট্রের অবশ্যই প্রতিটি ব্যক্তির সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের সামগ্রিক নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং রাষ্ট্রকে প্রতিটি ব্যক্তির বিলাসের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার সন্তুষ্টির সুযোগ করে দিতে হবে।

ধারা ১২২

সম্পদের মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তিনি মানুষকে এটি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। তার অনুমতিক্রমে মানুষের সম্পদ অর্জনের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এই বিশেষ অনুমতির সুযোগে ব্যক্তি সম্পদ অর্জন করতে পারে।

ধারা ১২৩

ইসলামে তিন ধরণের মালিকানা রয়েছে, যথা: ব্যক্তি মালিকানা, গণমালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

ধারা ১২৪

ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে শারী'আহ্ হুকুম রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে, ব্যক্তি তার অধিকৃত বস্তু বা লাভকে সুবিধাজনক যে কোন উপায়ে তা ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারে।

ধারা ১২৫

গণমালিকানাধীন সম্পদ হচ্ছে জনগোষ্ঠী কর্তৃক অধিকৃত বস্তুর সুফল ভোগ ও ব্যবহারের শারী'আহ্ প্রদত্ত অনুমতি।

ধারা ১২৬

প্রতিটি সম্পদ যার ব্যাপারে শুধুমাত্র খলীফার ইজতিহাদ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত। যথাঃ সাধারণ কর, খারাজ এবং জিযিয়া লব্ধ সম্পদ ইত্যাদি।

ধারা ১২৭

ব্যক্তি মালিকানাধীন তরল (liquid) ও নির্দিষ্ট (fixed) সম্পদ অর্জন নিম্নলিখিত শারী'আহ্ কারণ দ্বারা সীমাবদ্ধঃ

১. কাজ
২. উত্তরাধিকার
৩. অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান
৪. রাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদ থেকে নাগরিকের প্রতি অনুদান
৫. কোন প্রচেষ্টা বা ক্রয় ছাড়া ব্যক্তির অর্জিত সম্পত্তি

ধারা ১২৮

সম্পদের ব্যবহার শারী'আহ্'র অনুমতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। এটি খরচ ও লগ্নীকরণ উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামে অপচয়, অপব্যয় এবং কৃপণতা নিষিদ্ধ। সেইসাথে, পুঁজিবাদী কোম্পানী, কো-অপারেটিভ এবং সকল প্রকার অনৈতিক লেনদেন, যথাঃ রিবা (সুদ), জালিয়াতি, একচ্ছত্র আধিপত্য (monopolies), জুয়া এবং অনুরূপ লেনদেন নিষিদ্ধ।

ধারা ১২৯

আল উশ্‌রিয়াহ্ ভূমি হচ্ছে আরব ব-দ্বীপ ও যে সকল ভূমির অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আল খারাইজ ভূমি হচ্ছে আরব ব-দ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য ভূমি যা জিহাদ বা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করেছে। আল উশ্‌রিয়াহ্ ভূমি ও তার লাভ ব্যক্তির মালিকানার অন্তর্ভূক্ত। আল খারাইজ ভূমি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। ব্যক্তি এর সুফল ভোগ করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির শারী'আহ্ অনুমোদিত চুক্তির মাধ্যমে আল উশরিয়াহ্ ভূমি ও আল খারাইজ ভূমির সুফল বিনিময় করার অধিকার রয়েছে। অন্যান্য সম্পত্তির মত এ সকল সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার রয়েছে।

ধারা ১৩০

যে কোন ব্যক্তি চাষাবাদ অথবা সীমানা চিহ্নিতকরণের ঘোষণার মাধ্যমে পতিত ভূমির মালিকানা দাবি করতে পারে। অন্যান্য ভূমিগুলোর কেবলমাত্র শারী'আহ্ অনুযায়ী

মালিকানা দাবি করা যাবে, যেমনঃ উত্তরাধিকার, ক্রয়-বিক্রয় অথবা রাষ্ট্র থেকে অনুদান প্রাপ্ত সূত্রে।

ধারা ১৩১

আল উশরিয়াহ্ কিংবা আল খারাইজ ভূমি, চাষাবাদের জন্য বর্গা (lease) দেয়া নিষিদ্ধ। তবে, বৃক্ষরোপিত জমির যৌথ চাষাবাদ (share cropping) করার অনুমতি রয়েছে; অন্য কোন ভূমির ক্ষেত্রে এ অনুমতি নেই।

ধারা ১৩২

প্রতিটি জমির মালিকের জন্য তার জমির যথার্থ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এ কাজের জন্য অভাবী ব্যক্তিদের বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হবে। কেউ যদি তার জমি তিন বছরের অধিক সময় অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখে তবে তার নিকট হতে তা নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে।

ধারা ১৩৩

নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় গণমালিকানা নিশ্চিত করে:

১. সর্ব সাধারণের সেবামূলক স্থান, যথা শহরের উন্মুক্ত স্থান (স্কয়ার), রাস্তা ঘাট ও সেতু (ব্রীজ);

২. খনিজ সম্পদ, যেমন তৈল ক্ষেত্র;

৩. যে সকল বস্তু প্রকৃতিগতভাবেই ব্যক্তিমালিকানাধীন হবার অনুপযুক্ত, যথা নদী।

ধারা ১৩৪

কারখানাগুলো সাধারণভাবে ব্যাক্তি মালিকানধীন। অবশ্য প্রতিটি কারখানা পণ্য উৎপাদনের নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়, তবে কারখানাটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বলে বিবেচিত হবে, যথা: একটি বস্ত্র বা সুতার কারখানা। যদি উৎপাদিত পণ্যগুলো গণমালিকানাধীন হয়, যেমনঃ লৌহ নিষ্কাশন শিল্প, তবে তা গণমালিকানাধীন হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৩৫

রাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদকে গণমালিকানাধীন সম্পদে পরিণত করার কোন অধিকার নেই। কারণ, গণমালিকানাধীন সম্পদ তার প্রকৃতি ও গুণাবলীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে নয়।

ধারা ১৩৬

গণমালিকানাধীন সম্পদ থেকে প্রতিটি ব্যক্তির সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিককে বাদ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যাক্তিবর্গকে গণমালিকানাধীন সম্পদের মালিকানা, ব্যবহার কিংবা অধিকারে দেবার অনুমতি রাষ্ট্রের নেই।

ধারা ১৩৭

জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র যে কোন মালিকানাহীন জমি সংরক্ষণ করতে পারবে । যেমনঃ পতিত জমি অথবা অন্য কোন গণমালিকানাধীন সম্পত্তি।

ধারা ১৩৮

সম্পদের পূঞ্জীভূতকরণ নিষিদ্ধ, যদিও বা তার উপর যাকাত দেয়া হয়।

ধারা ১৩৯

শারী'আহ্ নির্ধারিত উপায়ে মুসলিমদের সম্পদের উপর থেকে যাকাত আদায় করা হবে যথা: অর্থ, মালপত্র, গবাদি পশু (livestock) এবং শস্য। শারী'আহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নয় এমন কোন বিষয়ের উপর যাকাত নেয়া হবে না। যাকাত প্রতিটি মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং এক্ষেত্রে সে আইনত দায়বদ্ধ (পরিণত ও প্রকৃতস্থ) হোক কিংবা না হোক (অপরিণত ও অপ্রকৃতস্থ)। এটি বাইতুল মালের একটি বিশেষ একাউন্টে জমা করা হবে। যাকাত শুধুমাত্র কুর'আনে বর্ণিত আটটি খাতগুলোর একটি বা একাধিক খাতে ব্যয় করা যাবে।

ধারা ১৪০

অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করা হবে। এটি পরিণত পুরুষদের নিকট থেকে নেয়া হবে যদি তারা অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হয়। এটি নারী কিংবা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ধারা ১৪১

খারাজ (ভূমি-কর) আল খারাইজ ভূমি থেকে এর শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা অনুযায়ী সংগ্রহ করা হবে। আল উশরিয়া জমির প্রকৃত উৎপাদনের উপর যাকাত আদায় করা হবে।

ধারা ১৪২

মুসলিমরা বাইতুল মাল এর খরচ মেটানোর জন্য শারী'আহ্ অনুমোদিত কর দেবে। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত সম্পদের উপর আরোপিত কর। এ করের

মাত্রা রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে হবে। অমুসলিমগণ জিযিয়া ছাড়া অন্য কোনরূপ কর দেবে না।

ধারা ১৪৩

যদি শারী'আহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করা উম্মাহ্'র দায়িত্ব হয়ে পড়ে এবং উক্ত কাজ করার জন্য বাইতুল মালে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে, তবে শারী'আহ্'র দৃষ্টিতে এ অর্থের যোগান দেয়ার দায়িত্ব উম্মাহ্'র উপরই বর্তাবে এবং এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের উম্মাহ্'র উপর বিশেষ কর ধার্য করার অধিকার রয়েছে। যদি শারী'আহ্'র দৃষ্টিতে উম্মাহ্'র এ কাজ করার দায়িত্ব না থাকে তবে রাষ্ট্রের উম্মাহ্'র উপর কর আরোপ করার কোন অধিকার নেই। সুতরাং, আদালত কিংবা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ কিংবা সরকারী কোন কাজের খরচ মেটানোর জন্য রাষ্ট্র উম্মাহ্'র উপর কর ধার্য করতে পারবে না।

ধারা ১৪৪

রাষ্ট্রের বাজেটের জন্য আহকাম শারী'আহ্ নির্ধারিত কতগুলো স্থায়ী উৎস রয়েছে। বাজেট আবার বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগের জন্য রয়েছে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং প্রতিটি কাজের জন্য থাকবে বরাদ্দকৃত বাজেট। এ দুটি বিষয়ই খলীফার মতামত ও ইজতিহাদ এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।

ধারা ১৪৫

বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্বগুলো হচ্ছে: ফায় (যুদ্ধ লব্ধ মাল), জিযিয়া, খারাজ, রিকাজের (ভূগর্ভস্থ সম্পদ) এক পঞ্চমাংশ এবং যাকাত। প্রয়োজন থাক বা না থাক, এ সকল উৎস থেকে নিয়মিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে।

ধারা ১৪৬

যদি বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্ব রাষ্ট্রের খরচ মিটানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয় তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর কর ধার্যের অনুমতি রয়েছে:

১. দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটকের প্রয়োজন মিটাতে এবং জিহাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে;

২. পারিতোষিক: যেমন কর্মচারীদের বেতন, শাসকের ভাতা, সৈনিকদের খাদ্য ইত্যাদি;

৩. জনকল্যাণ ও সেবা প্রদানমূলক কাজের জন্য: যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি আহরণ, মসজিদ, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি;

৪. জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা ভূমিকম্প ইত্যাদি।

ধারা ১৪৭

গণ ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন সম্পদ থেকে আয়, উত্তরাধিকারীবিহীন সম্পদ, সীমান্তে আরোপিত শুল্ক ইত্যাদি বাইতুল মালের রাজস্ব হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৪৮

বাইতুল মালের খরচ নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হবে:

১. যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত আট প্রকার ব্যক্তি। যদি এ খাত থেকে কোন অর্থ আয় না হয় তবে তাদের কোন অর্থ দেয়া হবে না।

২. যদি যাকাতের অর্থ অপর্যাপ্ত হয় তবে দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক, ঋণগ্রস্থ এবং জিহাদের অর্থ স্থায়ী রাজস্বের উৎস থেকে প্রদান করা হবে। যদি স্থায়ী রাজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কোন সাহায্য পাবে না। দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক এবং জিহাদের অর্থ উক্ত খাতে আরোপিত বিশেষ কর থেকে সংগৃহীত হবে। যদি প্রয়োজন হয়, এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে রাষ্ট্র এ খাতে ঋণ নিয়ে প্রয়োজন মিটাতে পারে।

৩. রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন মিটাতে বাইতুল মাল অর্থের যোগান দেয়। যেমন কর্মচারী, শাসকবৃন্দ এবং সৈনিক। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ অপর্যাপ্ত হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে এ খাতে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. বাইতুল মাল নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার জন্য অর্থ যোগান দেয়, যথা: রাস্তাঘাট, মসজিদ, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্ধ অপ্রতুল হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে এ খরচের অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।

৫. অন্যান্য অতিরিক্ত সেবার ক্ষেত্রেও বাইতুল মাল অর্থ যোগান দেয়। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ততক্ষণাৎ এ বিষয়ে কোন খরচ করা হবে না এবং এ সংক্রান্ত অর্থ সংস্থান বিলম্বিত হবে।

৬. দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প এবং বন্যার ক্ষেত্রে বাইতুল মাল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ঋণগ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তীতে কর থেকে তা পরিশোধ করা হবে।

ধারা ১৪৯

রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

ধারা ১৫০

ব্যক্তি বা কোম্পানী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সমান অধিকার ও

দায়িত্ব ভোগ করবে। প্রত্যেকেই, যিনি তার কাজের বিনিময় হিসাবে সম্মানী পান, তিনি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হবেন, এক্ষেত্রে তার কাজের ধরণ বিবেচ্য হবে না। কর্মদাতা ও কর্মচারীর মধ্যে বেতনের মাত্রা নিয়ে কোন বিতর্ক হলে, বাজার দর অনুযায়ী বেতন মূল্যায়িত হবে। যদি অন্য কোন বিষয় নিকে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তবে শারী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে চাকরীর চূক্তিনামা মূল্যায়ন করা হবে।

ধারা ১৫১

কর্মচারীর নিকট প্রত্যাশিত কাজের বা সেবার মূল্যের ভিত্তিতে বেতন নির্ধারিত হবে। এটি কর্মচারীর জ্ঞান কিংবা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না। এক্ষেত্রে কোন বাধ্যতামূলক বা স্বয়ংক্রিয় বেতন বৃদ্ধির অবকাশ নেই। বরং, তারা যে কাজ করেন তার জন্য তাদের প্রাপ্য পূর্ণ মূল্যের সমমানের বেতন দেয়া হবে।

ধারা ১৫২

রাষ্ট্র অর্থহীন, ও কর্মহীন ব্যক্তি এবং যে সকল ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করার মত নিকট আত্মীয় নেয় সে সকল ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সহায়তা দেবে। পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের গৃহায়ন ও প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

ধারা ১৫৩

রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মধ্যে সম্পদের আবর্তন নিশ্চিত করবে এবং শুধুমাত্র কিছু লোকের মাঝে সম্পদের আবর্তন নিষিদ্ধ করবে।

ধারা ১৫৪

নিম্নোক্ত উপায়ে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী বিলাস দ্রব্যের (non-basic needs) প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করবে এবং সমাজে একটি ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করবে:

১. রাষ্ট্র বাইতুল মালের সম্পদ ও যুদ্ধ লব্ধ মাল থেকে নাগরিকদের জন্য তরল (liquid) ও স্থির (fixed) সম্পদ প্রদানের ব্যবস্থা করবে;

২. রাষ্ট্র যাদের কোন জমি নেই বা অপর্যাপ্ত জমি আছে তাদের রাষ্ট্র মালিকানাধীন ফসলী জমি প্রদানের ব্যবস্থা করবে। যাদের জমি আছে কিন্তু তারা তা ব্যবহার করে না, তাদের কোন জমি দেয়া হবে না। যারা তাদের জমি ব্যবহার করতে পারছে না, তাদের জমি ব্যবহারের জন্য সহায়তা দেয়া হবে;

৩. যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না, রাষ্ট্র যাকাত ও বাইতুল মালের অন্যান্য খাত থেকে তাদের অর্থ সহায়তা দেবে।

ধারা ১৫৫

রাষ্ট্র কৃষিকাজ ও তার উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়গুলো কৃষিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তত্ত্বাবধান করবে যাতে করে ভূমির পূর্ণাঙ্গ ও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

ধারা ১৫৬

রাষ্ট্র শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করবে এবং গণমালিকানাধীন শিল্পগুলোর সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ধারা ১৫৭

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্যায়ন হবে বণিকের নাগরিকত্বের উপর ভিত্তি করে, পণ্যের উৎসের উপর ভিত্তি করে নয়। রাষ্ট্র যাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে সে সকল দেশের বণিকদের রাষ্ট্রে বাণিজ্য করতে বাঁধা দেবে, যদি না এক্ষেত্রে উক্ত বণিকের বা পণ্যের বিশেষ অনুমতি থাকে। যে সকল রাষ্ট্রের সাথে চূক্তি রয়েছে তাদের চূক্তি অনুযায়ী বণিকদের সাথে আচরণ করা হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ পণ্য যার মাধ্যমে কোন শত্রু রাষ্ট্র সামরিক, শিল্প বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারে সে সকল পণ্য রপ্তানী করতে বাধা দেয়া হবে। তবে, তাদের মালিকানাধীন কোন পণ্য আমদানী করতে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে না। এর মধ্যে যে সকল রাষ্ট্র আমাদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছে তারা অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা: ইসরাইল। এক্ষেত্রে যুদ্ধাবস্থার আইন প্রযোজ্য হবে।

ধারা ১৫৮

প্রতিটি নাগরিকের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরীক্ষাগার স্থাপনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রও অনুরূপ গবেষণাগার স্থাপন করবে।

ধারা ১৫৯

রাষ্ট্র ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়ে পরীক্ষাগার স্থাপন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করবে।

ধারা ১৬০

রাষ্ট্র সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুবিধা দেবে। তবে, রাষ্ট্র ব্যক্তিগত চিকিৎসা অনুশীলন, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ কিংবা ঔষধ বিক্রয় করাকে বাধা দেবে না।

ধারা ১৬১

রাষ্ট্রে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। বিদেশীদের বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা বা বিবেচনার অধিকার (special concession or priority rights) দেওয়াও নিষিদ্ধ।

ধারা ১৬২

রাষ্ট্রের নিজস্ব মুদ্রা থাকা আবশ্যক। অন্য কোন দেশের মুদ্রার সাথে সংযুক্ত থাকা অনুমোদিত নয়।

ধারা ১৬৩

রাষ্ট্রের মুদ্রা হবে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য, তা ছাপযুক্ত হোক বা না হোক। অন্য কোন ধরণের মুদ্রার ব্যবহার অনুমোদিত নয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত করতে পারে তবে শর্ত থাকবে যে, সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা থাকতে হবে। অর্থাৎ, উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্র তার নাম খচিত তামা, পিতল কিংবা কাগজের মুদ্রা প্রচলন করতে পারে যদি তা রাষ্ট্রের মজুদ স্বর্ণ বা রৌপ্যের সমপরিমাণ হয়।

ধারা ১৬৪

রাষ্ট্রের মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের অনুমতি রয়েছে। অবশ্য এধরণের লেন-দেন নগদে হতে হবে এবং কোনরূপ বিলম্ব করা যাবে না। দুটি রাষ্ট্রের মুদ্রা ভিন্ন হলে, তাদের মধ্যে বিনিময় হারের তারতম্য হতে পারে। নাগরিকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্য থেকে কিংবা বাহির থেকে মুদ্রা ক্রয় করতে পারে এবং এধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্বলব্ধ কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

শিক্ষা নীতি

ধারা ১৬৫

ইসলামী আকীদাহ্ হবে শিক্ষা নীতির মূল ভিত্তি। পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষার পদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে এই মূল ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হবার কোন সুযোগ না থাকে।

ধারা ১৬৬

শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির চিন্তা ও চরিত্রকে ইসলামী ব্যক্তিত্বের রূপ দান করা । পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সকল বিষয়েরই এ ভিত্তির উপর গভীরভাবে প্রোথিত থাকা আবশ্যক।

ধারা ১৬৭

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন করা এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের

বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে শিক্ষা দান করা। শিক্ষার পদ্ধতি এ লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পিত হবে এবং লক্ষ্য থেকে কোনরূপ বিচ্যুতিকে প্রতিহত করবে।

ধারা ১৬৮

ইসলামী সংস্কৃতি ও আরবী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সপ্তাহে ব্যয়কৃত সময় অন্য বিষয়গুলো শিক্ষার পিছনে ব্যয়কৃত সময়ের সমান হওয়া আবশ্যক।

ধারা ১৬৯

পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান (empirical sciences) যেমন গণিত ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর (cultural subjects) মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকা আবশ্যক। পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পর্কিত যে কোন বিষয় অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে শেখানো হবে এবং কোন নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। অপরদিকে, সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো অবশ্যই ইসলামী ধারণা ও বিধিবিধান এর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী শেখানো হবে। উচ্চশিক্ষার স্তরে এ বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়রূপে এমনভাবে শেখানো যেতে পারে, যাতে করে তা কোনক্রমেই উক্ত নীতিমালা ও শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়।

ধারা ১৭০

শিক্ষার সকল স্তরে অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসা, প্রকৌশল, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের মত ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ প্রবর্তন করা হবে।

ধারা ১৭১

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মত বিষয়গুলো একদিকে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে, যেমন: ব্যবসা প্রশাসন, নৌবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি। এ ধরণের বিষয়গুলো কোনরূপ সীমাবদ্ধতা বা শর্ত ছাড়াই শেখানো হবে। অপরদিকে, এই বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির সাথেও সম্পৃক্ত থাকতে পারে, যেখানে এগুলো একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যেমন চারুশিল্প (অঙ্কন শিল্প) ও ভাস্কর্য। এ সকল ক্ষেত্রে যদি এগুলো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে এ বিষয়গুলো শেখানো হবে না।

ধারা ১৭২

একমাত্র রাষ্ট্র প্রণীত শিক্ষা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন করা হবে এবং অন্য কোন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি থাকবে, তবে এগুলো বিদেশী হতে পারবে না, এবং তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রণীত শিক্ষা পাঠ্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, শিক্ষানীতির উপর

ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং রাষ্ট্র নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয় ক্ষেত্রেই, নারী-পুরুষ মেলামেশা করতে পারবে না। এছাড়া, এসকল বিদ্যালয় কোন ধর্ম, গোত্র বা বর্ণের লোকদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না।

ধারা ১৭৩

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দান রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। অন্ততঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এটি সবার জন্য বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত যাতে করে সবাই বিনামূল্যে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে পারে।

ধারা ১৭৪

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে, রাষ্ট্রের যথেষ্ট পরিমাণ পাঠাগার এবং পরীক্ষাগার সহ জ্ঞান বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান করা উচিত যাতে করে যারা ফিক্‌হ, হাদীস, তাফসীর, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখতে চায়, তারা তা করতে পারে। এর লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুজতাহিদ, সৃজনশীল বিজ্ঞানী ও আবিস্কারক তৈরী করা ।

ধারা ১৭৫

শিক্ষার কোন স্তরেই প্রকাশনার স্বত্ত্বকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। কোন ব্যক্তির, এমন কি লেখক বা প্রকাশক, কারোরই প্রকাশনা বা পূণঃমুদ্রণের স্বত্ত্বাধিকার সংরক্ষিত (copyright) থাকতে পারবে না। অবশ্য যদি বইটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয়ে না থাকে এবং তা ধারণা হিসাবে থেকে থাকে, তবে লেখকের এ ধারণা জনগণের নিকট হস্তান্তরের বিনিময়ে সম্মানী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে, ঠিক যেভাবে তিনি শেখানোর বিনিময়ে পারিতোষিক নিয়ে থাকেন।

পররাষ্ট্র নীতি

ধারা ১৭৬

রাজনীতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই উম্মাহ্'র বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করা, যা রাষ্ট্র এবং উম্মাহ্ উভয় কর্তৃক পালন করা হবে। রাষ্ট্র এ ব্যবস্থাপনা বাস্তবে প্রয়োগ করবে

এবং উম্মাহ্ সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবে।

ধারা ১৭৭

যে কোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী অথবা সংগঠনের বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ রাষ্ট্রেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে উম্মাহ্'র বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও দেখাশুনা করা। উম্মাহ্ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী, রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিষয়ে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবে।

ধারা ১৭৮

লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না (ends do not justify the means), কারণ পদ্ধতি (তরিকাহ্) ধারণা (ফিকরাহ্) থেকে উদ্ভূত। সুতরাং, হারাম উপায়ে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) এবং মুবাহ্ (অনুমোদিত) বিষয়গুলো অর্জন করা যাবে না। রাজনৈতিক উপায় (political means), রাজনৈতিক পদ্ধতির (political method) সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

ধারা ১৭৯

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৌশল (political maneuvering) অবলম্বন আবশ্যক। কৌশলের কার্যকারিতা ও সফলতা নির্ভর করবে লক্ষ্য গোপন করা (concealing the aims) ও কার্যকলাপ প্রকাশ করার মাধ্যমে (disclosing the actions)।

ধারা ১৮০

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় হচ্ছে অপর রাষ্ট্রের অন্যায় কার্যকলাপকে প্রকাশ করে দেয়া। ভ্রান্তনীতির কুফল ব্যাখ্যা করা, ক্ষতিকর ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়া এবং প্রতারক ব্যক্তিত্বের পতন ঘটানোও এসকল উপায়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ১৮১

ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্রের বিষয়াদির দেখাশুনার ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারার মহত্ত্ব প্রকাশ করা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশলগুলোর মধ্যে একটি।

ধারা ১৮২

উম্মাহ্'র অস্তিতের মূল কারণই হচ্ছে ইসলাম; যা বিশ্বের দরবারে ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তিশালী উপস্থিতি, ইসলামী আইন-কানুনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি অব্যাহতভাবে ইসলামের দাওয়াত বহন করে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

ধারা ১৮৩

ইসলামী দাওয়াত বহন করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল অক্ষ, যাকে কেন্দ্র করে পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত ও আবর্তিত হবে এবং এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ধারা ১৮৪

অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামীর রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ভর করবে চারটি নীতির উপর। এগুলো হচ্ছে:

১. ইসলামী বিশ্বের বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে এমনভাবে দেখা হবে যেন তারা একটি অভিন্ন রাষ্ট্র, তাই তারা পররাষ্ট্র নীতির অধীনে পড়বে না। তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতির বাস্তবতা বিবেচনা করা হবে না। বরং, এ রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

২. যে সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক অথবা বন্ধুত্বের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হবে তাদের প্রতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চুক্তিতে উল্লেখিত থাকলে ঐ সকল রাষ্ট্রের নাগরিকদের শুধুমাত্র পরিচয়পত্র দেখিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশের অধিকার প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের পাসপোর্টের প্রয়োজন হবে না। তবে, চুক্তিতে এটি উল্লেখিত থাকতে হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণও ঐ রাষ্ট্রে অনুরূপ প্রবেশের অধিকার রাখবে। ঐ রাষ্ট্রগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে; এই শর্তে যে, ঐ পণ্য সামগ্রী আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এ (অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক) সম্পর্ক ঐ সকল রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে না।

৩. যে সকল রাষ্ট্রের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যেমন বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স, এবং ঐ সকল রাষ্ট্র যাদের আমাদের রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা আছে, যেমন রাশিয়া, ঐ সকল রাষ্ট্রগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক *সম্ভাব্য যুদ্ধাবস্থা* হিসাবে বিবেচিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের সাথে আমাদের কোনরূপ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই। যতক্ষণ না তাদের সাথে প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধের সূচনা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নাগরিকগণ আমাদের রাষ্ট্রে পাসপোর্ট ও ভিসার মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবে যা প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি ভ্রমণের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪. যে সকল রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, যেমন ইসরাইল, তাদের সাথে যুদ্ধাবস্থার ভিত্তিতেই সকল সম্পর্ক তৈরী করতে হবে।

তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন তারা আমাদের সাথে প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধরত অবস্থায় আছে, সেটি যুদ্ধবিরতিই হোক কিংবা অন্য কোন অবস্থাই হোক না কেন। ঐ সকল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ধারা ১৮৫

সকল সামরিক চুক্তি এবং সন্ধি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তি ও সমঝোতা যেখানে সেনাঘাঁটি ও বিমানঘাঁটি লিজ দেয়ার বিষয়গুলোও অন্তর্ভূক্ত। তবে, বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থব্যবস্থাপনা, সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির অনুমতি রয়েছে।

ধারা ১৮৬

ইসলামী ভিত্তির উপর গঠিত নয় কিংবা অনৈসলামিক বিধিবিধান সম্বলিত কোন সংগঠনে যোগ দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর মাঝে আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ), বিশ্বব্যাংক এবং আঞ্চলিক সংগঠন যেমন আরব লীগ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।